দৈনিক সংবাদ

০৩ 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৪ কলাম ...

দ কী য়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রছাত্রীদের দুর্দশা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আইন অনুষদ' নানা দিক থেকে অনন্য। আইন অনুষদে একটি মাত্র বিভাগ হলো 'আইন বিভাগ'। সাধারণত একাধিক বিভাগ নিয়ে অনুষদ গঠিত হয়; কিন্তু আইনের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহা অনুষদ তাঁহা বিভাগ।

আইন অনুষদের অধীনে একাধিক বিভাগ না থেকে ভালই হয়েছে। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষকরা একটা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারছেন না। এ অনুষদের সেসনজট বোধহয় রেকর্ড সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালের পরীক্ষার ফল ২০০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। যে ফাইনাল পরীক্ষা ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, সে পরীক্ষা ২০০২ সালেও অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ধারণা করা হচ্ছে, ২০০৩ সালে সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও হতে পারে। অর্থাৎ এইচএসসি পরীক্ষা পাস করার পর যারা আইন অনুষদের আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিল, তারা কমপক্ষে ১১ বছর পর আইনের ডিগ্রি পেলেও পেতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সেসনজটের আরেকটি মারাত্মক ফল হলো, ৯/১০ বছর আইন বিভাগে নাম লেখা থাকার পরও ফাইনাল পরীক্ষাগুলোতে তারা 'ভাল' করতে পারে না। ফলে মাত্রাতিরিক্ত 'সিস্টেম লস'। শিক্ষকরা পড়ান না অথবা ছাত্রছাত্রীরা আইন পড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, দু'টোই হতে পারে। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বয়স্ক' আইনের ডিগ্রিধারীরা আইনচর্চা বা আইন ব্যবসা করতে গিয়ে যদি তাদের শিক্ষকদের মতো দীর্ঘসূত্রতার অভ্যাস অর্জন করেন, তবে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না।

এ নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে হলে, আইন অনুষদের রীতিনীতি আগাগোড়া বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বছর পাঁচেক ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রেখে সেসনজট খুলতে হবে। আর যেসব শিক্ষকের দায়িত্বে অবহেলার জন্য বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের কাণ্ডকারখানা নিয়ে দেশের 'বার কাউন্সিল'-এর একটা ভূমিকা থাকা উচিত। তারাই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রির স্বীকৃতি দিচ্ছে। আইন অনুষদের বর্তমান 'গো স্লো' অব্যাহত থাকলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন যে হবে, তা বলাই বাহুল্য।